Sangbad Online
সংবাদ
প্রকাশনার ৬০ বছর

তারিখঃ ১৭-০৯-২০২৩ (পৃঃ ০৮)

ব্রি-৭ ধানের বাম্পার ফলন তিন জেলায়

প্রতিনিধি, গোপালগঞ্জ

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয় গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট ও নড়াইল জেলার ধানের উৎদন বৃদ্ধিতে কাজ করছে। গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয় ২০১৮ সাল থেকে এ ৩ জেলায় ব্রি উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল ও হাইব্রিড জাতের ধানের চাষাবাদে কৃষককে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ব্রি'র উচ্চ ফলনশীল ও হাইব্রিড জাতের ধানের আবাদ করে কৃষক বাম্পার ফলন পেয়ে লাভবান হচ্ছেন। এভাবে গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয় ব্রি উদ্ভাবিত ধানের জাত ৩ জেলার কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

চলতি আউশ মৌসুমে ব্রি, গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের সহযোগিতায় গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট ও নড়াইল জেলার কৃষক ব্রি হাইব্রিড ধান-৭ চাষাবাদ করে বাম্পার ফলন পেয়েছে। এ জাতের ধান প্রতি হেক্টরে ৭ টন ফলন দিয়েছে। স্বল্প জীবকাল সম্পন্ন এ জাতের ধান চাষ করে কৃষক একই জমিতে বছরে অন্তত ৩ টি ফসল ফলাতে পারছেন। এতে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষকের আয় বাড়ছে কয়েকগুন । এ কারণে তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে।

ব্রি, গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার ও প্রধান ড. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম বলেন, আউশ মৌসুমে আমার ২০০০ কেজি ব্রি হাইব্রিড ধানের বীজ বিনা মূল্যে বিতরণ করেছি। এরমধ্যে গোপালগঞ্জ জেলায় ১০০০ কেজি, বাগেরহাট জেলায় ৬০০ কেজি ও নড়াইল জেলায় ৪০০ কেজি ধান বীজ বিতরণ করি। ২০০০ কেজি ধান বীজ দিয়ে ৩ জেলার কৃষক ৩০০ একর জমি চাষাবাদ করেন। প্রতি হেক্টরে এ ধান ৭ টনেরও বেশি ফলন দিয়েছে। এ জাতটি আউশ মৌসুমের একটি জনপ্রিয় জাত। এ জাতের জীবনকাল মাত্র ১১৫ দিন। এ ধান কাটার পর কৃষক জমিতে আমন ধানের আবাদ করতে পারেন। ক্ষেত থেকে আমন ধান কাটার পর সরিষা বা বোরো ধান করতে পারেন। এতে কৃষক বছরে একটি জমি থেকে ৩টি ফসল পেয়ে লাভবান হচ্ছে। একদিকে যেমন ফসলের নীবিড়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে কৃষকের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। এতে দেশের খাদ্য উৎপাদন বাড়ছে।

বাগেরহাট জেলার শরণখোলা উপজেলার মধ্য খোন্তাকাটা গ্রামের কৃষক ফারুক জোমাদ্দার ও হালিম হাওলাদার বলেন, গত বছর আমরা ১০০ বিঘা জমিতে এ ধানের আবাদ করেছিলাম। ধানের ভাল ফলন পেয়ে এ বছর আমরা ১৫০ বিঘা জমিতে এ ধানের আবাদ করেছি। ব্রি হাইব্রিড ধান-৭ চাষ করে হেক্টরে এ বছর ৭ টন ফলন পেয়েছি। স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন এ জাতটি চাষাবাদ করে একই জমি থেকে বছরে ৩টি ফসল উৎপাদন করতে পারছি। আগে যেখানে মাত্র ১টি ফসল করতে পারতাম , এখন সেখানে ৩টি ফসল করে অধিক ফসল ফলাতে পারছি। এতে আমাদের লাভ হচ্ছে। আমাদের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। এ কৃতিত্ব ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের।

শরণখোলা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা দেবব্রত সরকার বলেন, আমার উপজেলার কৃষকদের কাছে ব্রি হাইব্রিড ধান-৭ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। গত বছর তারা ১০০ বিঘা জমিতে এ ধানের চাষ করেছিল। ফলন ভাল পেয়ে এ বছর ১৫০ হেক্টর জমিতে এ ধানের চাষাবাদ করেছেন। এ জাতের ধান আবাদে কৃষকের আগ্রহ বাড়ছে। একই জমিতে বছরে তিনটি ফসল করতে পারায় কৃষকরা উপকৃত হচ্ছেন।

ব্রি, গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের সাইন্টিফিক অফিসার খালিদ হাসান তারেক বলেন, আমরা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাই । সেই সঙ্গে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষকরে আয় দ্বিগুন করে দিতে আমরা কাজ করছি। খোর-পোষের কৃষিকে আমরা বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তর করছি। সে জন্যই ৩ জেলায় ব্রি উদ্ভাবিত ধানের জাত আমরা কৃষকের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছি। এক ফসলী জমিকে আমরা দুই ফসলী এবং দুই ফসলী জমিকে আমরা ৩ ফসলী জমিতে পরিনত করছি।

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
তারিখঃ ১৬-০৯-২০২৩ (পৃঃ ০৯)

সাড়ে ৭ হাজার হেক্টর জমিতে আবাদ

অভয়নগরে আমনে বাম্পার ফলনের স্বপ্ন

নজরুল ইসলাম মল্লিক, অভয়নগর (যশোর) থেকে

যশোরের অভয়নগরে যেদিকে তাকায় সেদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। মাঠে আমন ধানের সবুজ ফসলের সমারোহ। মাঠের পর মাঠ সবুজ ফসলে ছেয়ে আছে। এ বছর বাম্পার ফলনের আশা করছে কৃষকরা। কৃষাণ-কৃষাণীর মুখে হাসি ফুটবে। নবান্নের উৎসবে মেতে উঠবে প্রতিটা কৃষকের বাড়ি।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, এবছর আমন চাষে ৭ হাজার ৪৯০ হেক্টর জমি লক্ষ্যমাত্রা ছিল। চাষ হয়েছে ৭ হাজার ৫৫০ হেক্টর জমিতে। লক্ষ্য মাত্রার চেয়ে ৬০ হেক্টর বেশি জমিতে আমনের চাষাবাদ বেড়েছে। ইতোমধ্যে আগাম জাতের আমন ধান ব্রি-৭৫, ব্রি-৮৭, ব্রি-৩২, ব্রি-৪৯সহ বেশ কয়েকটি আগাম জাতের আমন ধান চাষ হয়েছে। এছাড়াও ব্রি-১১, গুটি স্বর্ণা, ব্রি-৩০, ব্রি-৩৯ ধানের চাষ করেছে কৃষকরা। ধানের সবচেয়ে ক্ষতিকর রোগবালাই হচ্ছে মাজরা পোকা ও বাদামী ফড়িং এবং গোড়াপচা রোগ। ধানে পোকা মাকড়ের আক্রমণও দেখা গেছে বেশ। মাজরা পোকা, পামরী পোকা, বাদামী ফড়িং ও গোড়াপচা রোগসহ নানাবিধ রোগ বালাই আক্রান্ত হচ্ছে। তবে এ রোগগুলো এবার কম হওয়ায় বেশ ভাল ফসল আশা করি। প্রথমদিকে বৃষ্টিপাত না হলেও মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়েছিল। পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়ায় অনেককে সেচ দিতে দেখা গেছে। উপজেলার ৬০০ জন কৃষককে ৫ কেজি করে ব্রী-৭৫ ও ব্রী-৮৭ ধান বীজ দেওয়া হয়েছে। এবং প্রতিজনকে ১০ কেজি এমওপি, ১০ কেজি ডিএপি সার প্রদান করা হয়। এছাড়াও ২০০ জনকে হাইব্রিড ধানের বীজ দেয়া হয়েছে।

উপজেলার চলিশিয়া ইউনিয়নের একতারপুর গ্রামের শাহ আলম বলেন, মাঠ পর্যায়ে উপসহকারী কৃষি অফিসারদের ঠিকমত পরামর্শ নেয়ার জন্য পাওয়া যায় না। কীটনাশকের দোকানদারদের পরামর্শক্রমে বিভিন্ন কীটনাশক ব্যবহার করে ফসলের রোগ বালাই দমন রাখার চেষ্টা করছি। আর্থিকভাবে অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি। ফসলে খরচ একটু বেশিই হচ্ছে।

উপজেলার বাঘুটিয়া ইউনিয়নের পাইকপাড়া গ্রামের কৃষক বাবলুর রহমান বলেন, এবছর বৃষ্টি দেরীতে ও কম হওয়ায় বীজতলা তৈরী করতে এবং ধান রোপনে দেরী হয়েছে। ঠিকমত বৃষ্টি না হওয়ায় সেচ দিতে হয়েছে। পোকামাকড়ের আক্রমণ বেশি হয়েছে। সারের দাম আগের তুলনায় বেশী। ফলে খরচ একটু বেশী হয়েছে। তারপরেও ফসল ভাল হয়েছে। তাছাড়া সরকার ধানের দাম নির্ধারণ করে দেওয়ায় ভাল টাকা পাব। খরচ বাদে লাভ হবে।

এ ব্যাপারে অভয়নগর উপজেলা কৃষি অফিসার লাভলী খাতুন জানান, লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি জমিতে ধান চাষ হয়েছে। বিশেষ করে ভবদহ অঞ্চলের জমিগুলাতে চাষ বেড়েছে। বৃষ্টি দেরীতে হওয়ায় বীজতলা ও ধান রোপণ করতে দেরী হয়েছে। তারপরও ফসল বেশ ভাল দেখা যাচ্ছে। কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে বাম্পার ফলন হবে বলে আশা রাখছি।

Sangbad Online
সংবাদ
প্রকাশনার ৩৩ বছর

তারিখঃ ১৬-০৯-২০২৩ (পৃঃ ০৮)

দামুড়হুদা (চুয়াডাঙ্গা) : ব্রি-৯৮ জাতের ধান খেতে কৃষক *-সংবাদ*

দামুড়হুদায় ব্রি-৯৮ ধান আবাদে সাড়া জাগিয়েছে

প্রতিনিধি, দামুড়হুদা (চুয়াডাঙ্গা)

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় এবার ব্রি-৯৮ জাতের ধান চাষে চাষীদের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। আউশ মৌসুমের নতুন ধান ব্রি-৯৮ চাষ করে ভালো ফলন পেয়ে খুশি হয়েছে চাষীরা । তারা বলেছেন রোগ বালাই কম ও অন্য ধানের চেয়ে এই জাতের ধানের ফলন ভাল পাওয়ার কারনে আগামী মৌসুমে তারা নতুন ব্রি - ৯৮ জাতের এই ফলনশীল জাতের ধান চাষ আরও বেশি করবে । উপজেলা কৃষি বিভাগ নতুন ব্রি - ৯৮ জাতের ধান চাষে চাষীদের সার্বিকভাবে মাঠ পর্যায়ে সহযোগিতা করার কারণে ফলন ও বাম্পার হয়েছে

উপজেলা কৃষি বিভাগের সুত্রে জানা গেছে, আউশ মৌসুমে এবার ৮শ' ৯১ হেক্টও জমিতে নতুন ব্রি - ৯৮ জাতের ধান চাষের লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা হয় । আর এই লক্ষ্যমাত্রা থেকে ৫ হাজার মেট্রিক টন ধান উৎপাদনের লক্ষ্য নিয়ে কৃষি বিভাগ মাঠ পর্যায়ে কাজ শুরু করে । উৎপাদিত ধানের বর্তমান বাজার মুল্য ৫০ লাখ ৭৮ হাজার টাকারও বেশি। আবাদের ১১০ দিন থেকে ১১৫ দিনের মধ্যে চাষীরা তাদের উৎপাদিত ধান ঘরে তুলতে পারে। এই লক্ষ্য নিয়ে কৃষি বিভাগ মাঠ পর্যায়ে কাজ শুরু করে।

উপজেলার নাপিতখালী গ্রামের নজরুল বলেন, এবার নিজ উদ্যোগে গ্রামের মাঠে নতুন ব্রি - ৯৮ জাতের আউশ ধান চাষ করে ২১ মন হারে ফলন পেয়েছি । একই গ্রামের চাষী আ. রাজ্জাক বলেন, এবার ২ বিঘা জমিতে ব্রি-৯৮ জাতের ধান আবাদ করে ২০ মণ করে ফলন পেযেছি । গোবিন্দহুদা গ্রামের গোলাপ মল্লিক ও দশমী গ্রামের হাফিজুল বলেন নতুন ব্রি -৯৮ জাতের আউশ ধান চাষ করে ২০ মন হারে ফলন পেয়েছি। তারা আরও বলেন, এই ধানের বাজার দর ভাল ।এ ছাড়াও এলাকার একাধিক ধান চাষীরা আগামী বছর এ জাতের ধান আবাদ করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে । তার বীজ সংগ্রহের জন্য আগে ভাগে চেষ্টা করতে দেখা গেছে ।

উপজেলা কৃষিবিদ ও কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার বলেন, ব্রি-৯৮ জাতের ধান উদ্ভাবন করার পর স্থানীয় কৃষকদের উৎসাহ দেওয়া হয়। চলতি মৌসুমেই উপজেলায় আবাদের শুরুতেই চাষীদের মাঝে সাড়া জাগিয়েছে । চাষীরা এই ধান আবাদ করে ভালো ফলন পেয়েছেন। এই ধানে সেচ ও সার কম লাগে। এতে পোকা মাকড়ের আক্রমণও কম হয়। ধানের আকার চিকন ও লম্বা এবং উৎপাদনে সময় কম লাগায় চাষীরা এই জাতের ধান চাষে সাড়া জাগিযেছে। কৃষকদের উৎসাহ দেওয়ার কারণে আশা করছি আগামী মৌসুমে এ জাতের ধান চাষে অনেকে এগিয়ে আসবে।